জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

দেশসেরা দুই কলেজ

দেশের ৮৫৭টি অনার্স কলেজের মধ্যে র‍্যাংকিংয়ে সর্বসেরাসহ মোট ৮৯টি কলেজকে সেরা কলেজ হিসেবে সম্মাননা দিয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। সরকারি কলেজের মধ্যে সেরা কলেজের সম্মাননা পেয়েছে রাজশাহী কলেজ। বেসরকারি কলেজের মধ্যে প্রথম হয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজ। মহিলা কলেজগুলোর মধ্যে প্রথম হয়েছে লালমাটিয়া মহিলা কলেজ। ২ মার্চ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এমপির নিকট থেকে সেরা কলেজের পুরস্কার ও সম্মাননা সনদ গ্রহণ করেন প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা।

রাজশাহী কলেজ

বাংলাদেশ-এর উচ্চতর শিক্ষার প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম। দুবলাহাটির রাজা রায় বাহাদুর হরলাল রায়-এর আর্থিক সহায়তায় রাজশাহী শহরে ১৮৭৩ সালে রাজশাহী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা হরনাথ রায় কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য যে জমি দান করেন সে সম্পত্তি থেকে বার্ষিক আয় ছিল পাঁচ হাজার টাকা। এই কলেজ প্রতিষ্ঠার পর অল্প সময়ের মধ্যে পূর্ব বঙ্গ, উত্তর বঙ্গ, বিহার, আসাম ও পূর্ণিয়ার অধিবাসীদের জন্য উচ্চ শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এই কলেজকে ঢাকা কলেজ ও চট্টগ্রাম কলেজের পরে বাংলাদেশের তৃতীয় প্রাচীনতম কলেজ মনে করা হয়। অবিভক্ত বাংলার এই অঞ্চলে রাজশাহী কলেজ ছিল প্রথম প্রতিষ্ঠান যেখানে মাস্টার ডিগ্রি পর্যন্ত পঠিত হয়। এছাড়াও ২২টি বিষয়ে তিন বছরের স্নাতক এবং ২০টি বিষয়ে চার বছর স্নাতক সম্মান ডিগ্রি কোর্স পড়ানো হয়। বর্তমানের এই কলেজ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত। ১৯৯৬ সাল থেকে এই কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ছাত্র নথিভুক্ত করা বন্ধ করা হলেও বর্তমানে ২০১০-১১ শিক্ষা বর্ষ থেকে পুনরায় ভর্তি করা হচ্ছে। শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত রাজশাহী কলেজ সংলগ্ন রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল এবং খুব কাছাকাছি বিখ্যাত বরেন্দ্র জাদুঘর। বর্তমানে শিক্ষার্থী ২৬ হাজার। শিক্ষক ২৪১ জন। অনুষদ ৪টি। কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. হাবিবুর রহমান।

> ১৯৯৬ সাল থেকে এই কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ছাত্র নথিভুক্ত করা বন্ধ করা হলেও ২০১০-১১ শিক্ষা বর্ষ থেকে পুনরায় ভর্তি করা হচ্ছে

কমার্স কলেজ

ঢাকা কমার্স কলেজ বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরের মিরপুরে অবস্থিত একটি উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতকোত্তর কলেজ। ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এ কলেজ স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত, রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটি ঢাকা শহরের প্রথম ব্যবসায় শিক্ষায় বিশেষায়িত কলেজ। শুধু ঢাকা শিক্ষা বোর্ডই নয়, সারাদেশের মধ্যে এটি একটি বিখ্যাত কলেজ। কলেজের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. শফিক আহমেদ সিদ্দিকী হলেন টিউলিপ সিদ্দিকীর পিতা। টিউলিপ একজন ব্রিটিশ লেবার পার্টির রাজনীতিবিদ ও ব্রিটিশ সংসদ সদস্য। শিক্ষকের সংখ্যা ১৪০। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৭-এ ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয় পর্যায়ে সেরা বেসরকারি কলেজ নির্বাচিত হয়েছে। তাছাড়া ঢাকা অঞ্চলের সেরা ১০টি সরকারি-বেসরকারি কলেজের মধ্যে ঢাকা কমার্স কলেজ ১ম স্থান অর্জন করেছে। ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক-মডেল কলেজ প্রকল্পের ৫টি কলেজের মধ্যে ১ম স্থান অর্জন করেছে। উল্লেখ্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫ ও ২০১৬ সালেও ঢাকা কমার্স কলেজ দেশের সেরা বেসরকারি কলেজের স্বীকৃতি লাভ করেছে। কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম।

> ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এ কলেজ স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটি ঢাকা শহরের প্রথম ব্যবসায় শিক্ষায় বিশেষায়িত কলেজ

দৈনিক ইত্তেফাক

20 মার্চ 2019 (পৃষ্ঠা-24)

কমার্স কলেজই সেরা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মানদণ্ডে তিন-তিনটি বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে ঢাকা কমার্স কলেজ। বিস্তারিত জানাচ্ছেন নাবীল অনুসূর্য

ঢাকা কমার্স কলেজে ঢুকেই বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে আলাপ হলো। সবাই বেশ উৎফুল্ল। একাদশ শ্রেণির দুই শিক্ষার্থী সামিহা তাসনিম ও হুমায়রা আক্তার। তারা জানাল, কলেজের অর্জনে তারা ভীষণ গর্বিত। হওয়ারই কথা। কারণ একটি-দুটি নয়, কলেজটির কপালে জুটেছে তিন-তিনটি শ্রেষ্ঠত্বের তিলক। অবশ্য অর্জনগুলো ঠিক এইচএসসি পর্যায়ের নয়। ঢাকা কমার্স কলেজে স্নাতক ও স্নাতকোত্তরও পড়ানো হয়। সুখবরগুলো এসেছে এই উচ্চতর পর্যায়ের পড়াশোনাকে ভিত্তি করে। সেই ভিত্তিতে কলেজটি ২০১৭ সালের সেরা বেসরকারি কলেজ, ঢাকা অঞ্চলের সেরা কলেজ এবং সেরা প্রাক-মডেল কলেজ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। তিনটি স্বীকৃতিই জুটেছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

২০১৫ সাল থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজগুলো নিয়ে একটা বার্ষিক র‍্যাংকিং তৈরি করছে। সেটা তৈরি করা হচ্ছে ৩১টা কি পারফরম্যান্স ইন্ডিকেটরের (কেপিই) ভিত্তিতে। এগুলোর মধ্যে পাঁচটা ইন্ডিকেটর ফ্যাকাল্টি রিসোর্সেস বিষয়ক, তিনটা একাডেমিক এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড রেপুটেশন বিষয়ক, ১৪টা ফিজিক্যাল বা একাডেমিক ফ্যাসিলিটিজ বিষয়ক, ছয়টা একাডেমিক পারফরম্যান্স বা এচিভমেন্ট বিষয়ক ও তিনটা এক্সট্রা কারিকুলাম বিষয়ক। এই বার্ষিক র‍্যাংকিংয়ের ভিত্তিতে প্রতিবছর সেরা কলেজের পাঁচটি তালিকা তৈরি করা হচ্ছে—সেরা মহিলা কলেজ, সেরা সরকারি কলেজ, সেরা বেসরকারি কলেজ, আটটি বিভাগের সেরা কলেজ এবং সারা দেশের সেরা কলেজের তালিকা। এর মধ্যে ঢাকা কমার্স কলেজ যে তিন তালিকায় বিবেচিত হয়, ২০১৭ সালের র‍্যাংকিংয়ে তার দুটিতেই আছে সবার ওপরে। ৬১.৮৪ পয়েন্ট নিয়ে নির্বাচিত হয়েছে সেরা বেসরকারি কলেজ ও ঢাকা অঞ্চলের সেরা কলেজ হিসেবে। আর সারা দেশের সেরা কলেজের তালিকায় আছে ছয়ে। শুধু তা-ই নয়, দুই শ্রেষ্ঠত্বের একটি, সেরা বেসরকারি কলেজ নির্বাচিত হলো এই নিয়ে টানা তিনবার। মানে এই র‍্যাংকিং শুরু হওয়ার পর প্রতিবারই এই বিভাগে সেরা হয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজ।

সম্প্রতি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় 'মডেল কলেজ' নামে একটি প্রকল্প শুরু করেছে। সাধারণত বেসরকারি কলেজগুলো ক্যাম্পাস ও অবকাঠামোর দিক থেকে সরকারি কলেজগুলো থেকে পিছিয়ে থাকে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বেসরকারি কলেজগুলোকে সেসব ক্ষেত্রে সহায়তা দেওয়া হবে। এই প্রকল্পের কলেজ বাছাইয়ের জন্যও একই র‍্যাংকিং ব্যবহার করা হচ্ছে। তার ভিত্তিতে পাঁচটি 'প্রাক-মডেল কলেজ' বাছাই করা হয়েছে, যেগুলোকে এই প্রকল্পের মাধ্যমে মডেল কলেজে রূপান্তরিত করা হবে। এই তালিকায়ও সবার ওপরে স্থান করে নিয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজ।

এমন অর্জনে আপ্লুত কলেজটির অধ্যক্ষ মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, '১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে এটাই ঢাকা কমার্স কলেজের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি।' অবশ্য কলেজটির এর আগের প্রাপ্তিগুলোও নিতান্ত কম নয়। ছয়বার জুটেছে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে দেশের সেরা কলেজের স্বীকৃতি। দুইবার সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। সরকারি নিয়ম আছে, এই স্বীকৃতি দুইবারের বেশি দেওয়া যাবে না। তাই জেতা হয়নি তৃতীয়বারের মতো। কিন্তু একই সঙ্গে তিন ক্যাটাগরিতে সেরা। তার মধ্যে একটি আবার পরপর তিনবার! এবারের অর্জনটা আসলেই বিশেষ কিছু।

এমন অর্জনের পেছনে কি কলেজটির বিশেষ কোনো পরিকল্পনা ছিল? অধ্যক্ষ জানালেন, 'ঠিক পুরস্কার পাওয়ার জন্য আমরা পরিকল্পনা করেছি এমন নয়। তবে আমাদের কিছু পরিকল্পনার জন্যই এই সাফল্য সম্ভব হয়েছে।' এই যেমন শিক্ষার্থীদের ভালো ফল নিশ্চিত করতে কলেজটিতে বিশেষ কিছু কাজ করা হয়। শিক্ষক-শিক্ষার্থী সবাই সঠিক সময়ে সব ক্লাসে উপস্থিত থাকছে—সেটা নিশ্চিত করা হয়। শিক্ষার্থীদের বিশেষ গাইড ক্লাস করানো হয়। এর বাইরেও শিক্ষার্থীদের সব সমস্যার দেখভাল করার জন্য রয়েছেন শ্রেণিশিক্ষকরা। শুধু তা-ই নয়, শিক্ষার্থীদের স্কলারশিপের ব্যাপারেও কলেজের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহায়তা করা হয়। নিশ্চিত করা হয়েছে অন্য প্রায় সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা। যেমন—প্রয়োজনীয় শ্রেণিকক্ষ, মিলনায়তন, গ্রন্থাগার ও তাতে প্রয়োজনীয় বইপত্র, ছেলে ও মেয়েদের পৃথক টয়লেট, বিশুদ্ধ খাওয়ার পানি, নিজস্ব ওয়েবসাইট ইত্যাদি। এমনকি শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। কেউ কলেজে না এলে অ্যাপসের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সে খবর চলে যায় তার অভিভাবকদের কাছে।

শুধু পড়াশোনাই নয়, কলেজটিতে নিয়মিত খেলাধুলারও আয়োজন করা হয়। অবশ্য কলেজের নিজস্ব মাঠ খুব একটা বড় নয়। সে অভাব পূরণ করা হয় প্রয়োজনের সময় মাঠ ভাড়া করে। মডেল কলেজ প্রকল্পের অধীনে এসব বিষয়েই সহায়তা করা হবে। খেলাধুলার পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রমেরও বন্দোবস্ত আছে। আর সেসব আয়োজনে নেতৃত্ব দেয় শিক্ষার্থীরাই। কলেজটিতে ১৬টি সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্লাব ও ১৫টি খেলাধুলাবিষয়ক ক্লাব রয়েছে। শিক্ষার্থীরাই মূলত এসব ক্লাবের কার্যক্রম পরিচালনা করে। ক্লাবগুলোর এই সক্রিয়তা শুধু শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতৃত্ব ও দায়িত্বশীলতার বোধই তৈরি করছে না, র‍্যাংকিংয়ে কলেজটিকে শীর্ষে তুলে আনতেও রেখেছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

কালের কণ্ঠ

১৩ মার্চ ২০১৯ (ক্যাম্পাস, পৃষ্ঠা-০২)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা কলেজ র‍্যাংকিং-২০১৭ ঘোষণা

তিন ক্যাটাগরিতেই দেশসেরা ঢাকা কমার্স কলেজ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৭ এ ঢাকা কমার্স কলেজ এবারও জাতীয় পর্যায়ে সেরা বেসরকারি কলেজ নির্বাচিত হয়েছে। শুধু সেরা কলেজই নয়, ঢাকা অঞ্চলের সেরা ১০টি সরকারি-বেসরকারি কলেজের মধ্যে যেমনি ১ম, তেমনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক-মডেল কলেজ প্রকল্পের ৫টি কলেজের মধ্যেও ১ম স্থান অর্জন করে এই কলেজ। ২ মার্চ ২০১৯ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এমপির কাছ থেকে সেরা কলেজের পুরস্কার ও সম্মাননা সনদ গ্রহণ করেন ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব মো. সোহরাব হোসাইন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ। উল্লেখ্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫ ও ২০১৬ তেও ঢাকা কমার্স কলেজ দেশের সেরা বেসরকারি কলেজ নির্বাচিত হয়।

উল্লেখ্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতক (সম্মান) ও মাস্টার্স পর্যায়ের কলেজগুলোর মধ্যে ইতিবাচক প্রতিযোগিতা তৈরির মাধ্যমে শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়নের লক্ষ্যে দুই হাজার দুইশ কলেজকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে গ্রেডিং করে বছরান্তে সেরা কলেজ ঘোষণার উদ্যোগ নেয়। সরকারি পর্যায়ের সেরা ৫টি কলেজকে ১ থেকে ৫ এবং বেসরকারি ১টি কলেজকে সেরা বেসরকারি কলেজ ও ১টি মহিলা কলেজকে সেরা মহিলা কলেজ নির্বাচন করাসহ চলতি বছর থেকে প্রাক-মডেল কলেজ প্রকল্পের ৫টি কলেজের মধ্যেও গ্রেডিং প্রক্রিয়া সংযুক্ত করা হল। কলেজের অবকাঠামো, শিক্ষার পরিবেশ, শিক্ষকদের মান, পরীক্ষার ফলাফল, গ্রন্থাগারের সংগ্রহ, আইসিটি সাপোর্ট, সহপাঠ কার্যক্রম' ইত্যাদি বিবেচনায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৫ সাল থেকে এ র‍্যাংকিং করে আসছে। সম্প্রতি 'কলেজ র‍্যাংকিং-২০১৭ ঘোষণা করা হয়। র‍্যাংকিংয়ের জন্য মোট ৩১টি সূচকে ১০০ নম্বর বরাদ্দ করা হয়।

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গাজীপুর ক্যাম্পাসে এক জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকিং ২০১৭' ঘোষণা করেন। র‍্যাংকিংয়ে দেশসেরা ঢাকা কমার্স কলেজের অর্জিত স্কোর ৬১.৮৪।

কলেজটির পরিচালনা পর্ষদের সভাপতির দায়িত্বে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। ১৯৯৮ সাল থেকে তিনি এ দায়িত্ব পালন করছেন। তার যোগ্য নেতৃত্ব, দিকনির্দেশনা ও পরামর্শে অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম শিক্ষকদের সমন্বয়ে কলেজটিকে উত্তরোত্তর সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

ক্যাম্পাস সংবাদ

শিক্ষামন্ত্রীর হাত থেকে পুরস্কার নিচ্ছেন প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম

যুগান্তর

০৬ মার্চ ২০১৯ (পৃষ্ঠা- ১২)

ঢাকা কমার্স কলেজ

তিন ক্যাটাগরিতেই দেশ সেরা

এস এন ইসলাম

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাংকিং-২০১৭-তে ঢাকা কমার্স কলেজ এবারও জাতীয় পর্যায়ে সেরা বেসরকারি কলেজ নির্বাচিত হয়েছে। শুধু সেরা কলেজই নয়, ঢাকা অঞ্চলের সেরা ১০টি সরকারি-বেসরকারি কলেজের মধ্যে যেমনি ১ম, তেমনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক-মডেল কলেজ প্রকল্পের ৫টি কলেজের মধ্যেও ১ম স্থান অর্জন করে এই কলেজ। ২ মার্চ, ২০১৯ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এমপির কাছ থেকে সেরা কলেজের পুরস্কার ও সম্মাননা সনদ গ্রহণ করেন ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব মো. সোহরাব হোসাইন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ। উল্লেখ্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কলেজ র‍্যাংকিং-২০১৫ ও ২০১৬-তেও ঢাকা কমার্স কলেজ দেশের সেরা বেসরকারি কলেজ নির্বাচিত হয়।

উল্লেখ্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতক (সম্মান) ও মাস্টার্স পর্যায়ের কলেজগুলোর মধ্যে ইতিবাচক প্রতিযোগিতা তৈরির মাধ্যমে শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়নের লক্ষ্যে দুই হাজার দুইশত কলেজকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে গ্রেডিং করে বছরান্তে সেরা কলেজ ঘোষণার উদ্যোগ নেয়। সরকারি পর্যায়ের সেরা ৫টি কলেজকে ১ থেকে ৫ এবং বেসরকারি একটি কলেজকে সেরা বেসরকারি কলেজ ও একটি মহিলা কলেজকে সেরা মহিলা কলেজ নির্বাচন করাসহ চলতি বছর থেকে প্রাক-মডেল কলেজ প্রকল্পের ৫টি কলেজের মধ্যেও গ্রেডিং প্রক্রিয়া সংযুক্ত করা হলো। কলেজের অবকাঠামো, শিক্ষার পরিবেশ, শিক্ষকদের মান, পরীক্ষার ফলাফল, গ্রন্থাগারের সংগ্রহ, আইসিটি সাপোর্ট, সহপাঠ কার্যক্রম' ইত্যাদি বিবেচনায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৫ সাল থেকে এই র‍্যাংকিং করে আসছে। সম্প্রতি 'কলেজ র‍্যাংকিং-২০১৭ ঘোষণা করা হয়। র‍্যাংকিংয়ের জন্য মোট ৩১টি সূচকে ১০০ নম্বর বরাদ্দ করা হয়।

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গাজীপুর ক্যাম্পাসে এক জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকিং-২০১৭' ঘোষণা করেন। র‍্যাংকিংয়ে দেশ সেরা ঢাকা কমার্স কলেজের অর্জিত স্কোর ৬১.৮৪।

উচ্চ মাধ্যমিকে ৯৯ ও স্নাতক কোর্সে মাত্র ৯৮ জন শিক্ষার্থী নিয়ে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করা এই কলেজের বর্তমান ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৭ হাজারেরও বেশি। ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এই কলেজ প্রথম বছরেই ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের মেধাক্রমে শীর্ষস্থান অর্জন করে। বোর্ড ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধা তালিকায় এই কলেজের ছাত্রছাত্রী ১ম, ২য়, ৩য় স্থানসহ বিভিন্ন বছরে ১৩টি মেধাস্থান লাভ করে। গ্রেডিং পদ্ধতি চালু হওয়ার পর এই কলেজের পাসের হার ৯৯.৭১%। শুধু পুঁথিগত জ্ঞানার্জনই নয়, বাস্তবমুখী শিক্ষাপদ্ধতি, ভালো ফলাফল, সুষ্ঠু নিয়মশৃঙ্খলা ও সংস্কৃতি চর্চার জন্য এই কলেজ উত্তরোত্তর সাফল্য অর্জন করে চলেছে। সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ১৯৯৬ সালে 'শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান' হিসেবে পুরস্কৃত হয় ঢাকা কমার্স কলেজ এবং ২০০২ সালেও কলেজটি বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

কলেজটির পরিচালনা পর্ষদের সভাপতির দায়িত্বে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। ১৯৯৮ সাল থেকে তিনি এই দায়িত্ব পালন করছেন। তার যোগ্য নেতৃত্ব, দিকনির্দেশনা ও পরামর্শে অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম শিক্ষকদের সমন্বয়ে কলেজেটিকে উত্তরোত্তর সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত, ধূমপান ও রাজনীতিমুক্ত স্লোগানকে ব্রত হিসেবে ধারণ করে এই কলেজ আজও এগিয়ে চলছে সমান গতিতে। জন্মলগ্ন থেকেই এই কলেজ সৃষ্টি করে চলছে অনন্য ও ব্যতিক্রমী সব দৃষ্টান্ত। তাই ঢাকা কমার্স কলেজ আজ একটি সাফল্যের স্মারক, বিশেষ করে ব্যবসায় শিক্ষায় কলেজটি দেশব্যাপী অসামান্য অবদান রেখে চলেছে।

যায়যায়দিন

০৬ মার্চ 2019 (পৃষ্ঠা-13)

বুধবার

৬ই মার্চ ২০১৯

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৭ এ ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয়পর্যায়ে সেরা বেসরকারি কলেজ নির্বাচিত হয়েছে। একই সঙ্গে ঢাকা অঞ্চলের সেরা ১০টি সরকারি-বেসরকারি কলেজের মধ্যে এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক-মডেল কলেজ প্রকল্পের ৫টি কলেজের মধ্যেও ১ম স্থান অর্জন করে এই কলেজ। ২রা মার্চ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এমপির কাছ থেকে সেরা কলেজের পুরস্কার ও সম্মাননা সনদ গ্রহণ করেন ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব মো. সোহরাব হোসাইন। বিজ্ঞপ্তি

মানবজমিন

6 মার্চ 2019 (পৃষ্ঠা-19)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাংকিং-২০১৭ : ঢাকা কমার্স কলেজ তিন ক্যাটাগরিতে প্রথম

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৭-তে ঢাকা কমার্স কলেজ এবারো জাতীয় পর্যায়ে সেরা বেসরকারি কলেজ নির্বাচিত হয়েছে। শুধু সেরা কলেজই নয়, ঢাকা অঞ্চলের সেরা ১০টি সরকারি-বেসরকারি কলেজের মধ্যে প্রথম এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক-মডেল কলেজ প্রকল্পের পাঁচটি কলেজের মধ্যেও প্রথম স্থান অর্জন করে এই কলেজ। গত ২ মার্চ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শিক্ষামন্ত্রী ডা. দিপু মনির কাছ থেকে সেরা কলেজের পুরস্কার ও সম্মাননা সনদ গ্রহণ করেন ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মো: শফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব মো: সোহরাব হোসাইন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫ ও ২০১৬ তে-ও ঢাকা কমার্স কলেজ দেশের সেরা বেসরকারি কলেজ নির্বাচিত হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতক (সম্মান) ও মাস্টার্স পর্যায়ের কলেজগুলোর মধ্যে ইতিবাচক প্রতিযোগিতা সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়নের লক্ষ্যে দুই হাজার ২০০ কলেজকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে গ্রেডিং করে বছরান্তে সেরা কলেজ ঘোষণার উদ্যোগ নেয়। সরকারি পর্যায়ের সেরা পাঁচটি কলেজকে ১ থেকে ৫ এবং বেসরকারি একটি কলেজকে সেরা বেসরকারি কলেজ ও একটি মহিলা কলেজকে সেরা মহিলা কলেজ নির্বাচন করাসহ চলতি বছর থেকে প্রাক-মডেল কলেজ প্রকল্পের পাঁচটি কলেজের মধ্যেও গ্রেডিংপ্রক্রিয়া সংযুক্ত করা হয়। কলেজের অবকাঠামো, শিক্ষার পরিবেশ, শিক্ষকদের মান, পরীক্ষার ফলাফল, গ্রন্থাগারের সংগ্রহ, আইসিটি সাপোর্ট, সহপাঠ কার্যক্রম ইত্যাদি বিবেচনায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

২০১৫ সাল থেকে এ র‍্যাংকিং করে আসছে। র‍্যাংকিংয়ের জন্য মোট ৩১টি সূচকে ১০০ নম্বর বরাদ্দ করা হয়। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গাজীপুর ক্যাম্পাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাংকিং-২০১৭' ঘোষণা করেন। র‍্যাংকিংয়ে দেশসেরা ঢাকা কমার্স কলেজের অর্জিত স্কোর ৬১.৮৪। উচ্চমাধ্যমিকে ৯৯ ও স্নাতক কোর্সে মাত্র ৯৮ জন শিক্ষার্থী নিয়ে শ্রেণিকার্যক্রম শুরু করা এই কলেজের বর্তমানে ছাত্রছাত্রী সাত হাজারেরও বেশি। ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এই কলেজ প্রথম বছরই ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের মেধাক্রমে শীর্ষস্থান অর্জন করে। বোর্ড ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধা তালিকায় এই কলেজের ছাত্রছাত্রী প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানসহ বিভিন্ন বছরে ১৩টি মেধাস্থান লাভ করে। গ্রেডিং পদ্ধতি চালু হওয়ার পর এ কলেজের পাসের হার ছিল ৯৯.৭১%। শুধু পুঁথিগত জ্ঞানার্জনই নয়, বাস্তবমুখী শিক্ষাপদ্ধতি, ভালো ফলাফল, সুষ্ঠ নিয়মশৃঙ্খলা ও সংস্কৃতি চর্চার জন্য এই কলেজ উত্তরোত্তর সাফল্য লাভ করছে। সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ১৯৯৬ সালে 'শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান' হিসেবে পুরস্কৃত হয় ঢাকা কমার্স কলেজ এবং ২০০২ সালেও কলেজটি বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। কলেজটির পরিচালনা পর্ষদের সভাপতির দায়িত্বে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। তার নেতৃত্ব, দিকনির্দেশনা ও পরামর্শে অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মো : শফিকুল ইসলাম শিক্ষকদের সমন্বয়ে কলেজেটিকে সাফল্যের সাথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। নিজ অর্থায়নে পরিচালিত, ধূমপান ও রাজনীতিমুক্ত স্লোগানকে ব্রত হিসেবে ধারণ করে এই কলেজ বর্তমানে এগিয়ে চলছে। জন্মলগ্ন থেকেই ঢাকা কমার্স কলেজ একটি সাফল্যের স্মারক, বিশেষ করে ব্যবসায় শিক্ষায় দেশব্যাপী অসামান্য অবদান রেখে চলেছে।

নয়া দিগন্ত

6 মার্চ 2019 (পৃষ্ঠা-12)

শিক্ষা সংবাদ

ঢাকা কমার্স কলেজের সাফল্য

এস এন ইসলাম

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৭-এ ঢাকা কমার্স কলেজ এবারও জাতীয় পর্যায়ে সেরা বেসরকারি কলেজ নির্বাচিত হয়েছে। শুধু সেরা কলেজই নয়, ঢাকা অঞ্চলের সেরা ১০টি সরকারি-বেসরকারি কলেজের মধ্যে যেমনি প্রথম, তেমনি জাতীয় বিশবিদ্যালয়ের প্রাক-মডেল কলেজ প্রকল্পের ৫টি কলেজের মধ্যেও প্রথম স্থান অর্জন করে এই কলেজ। ২ মার্চ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এমপির কাছ থেকে সেরা কলেজের পুরস্কার ও সম্মাননা সনদ গ্রহণ করেন ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব মো. সোহরাব হোসাইন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫ ও ২০১৬'-তেও ঢাকা কমার্স কলেজ দেশের সেরা বেসরকারি কলেজ নির্বাচিত হয়।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতক (সম্মান) ও মাস্টার্স পর্যায়ের কলেজগুলোর মধ্যে ইতিবাচক প্রতিযোগিতা তৈরির মাধ্যমে শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়নের লক্ষ্যে দুই হাজার ২০০ কলেজকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে গ্রেডিং করে বছরান্তে সেরা কলেজ ঘোষণার উদ্যোগ নেয়। সম্প্রতি 'কলেজ র‍্যাংকিং-২০১৭ ঘোষণা করা হয়। র‍্যাংকিংয়ের জন্য মোট ৩১টি সূচকে ১০০ নম্বর বরাদ্দ করা হয়। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গাজীপুর ক্যাম্পার্সে সংবাদ সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের

উপাচার্য প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকিং-২০১৭' ঘোষণা করেন। র‍্যাংকিংয়ে দেশসেরা ঢাকা কমার্স কলেজের অর্জিত স্কোর ৬১.৮৪। উচ্চ মাধ্যমিকে ৯৯ ও স্নাতক কোর্সে মাত্র ৯৮ শিক্ষার্থী নিয়ে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করা এই কলেজের বর্তমান ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৭ হাজারেরও বেশি। ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এই কলেজ প্রথম বছরেই ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের মেধাক্রমে শীর্ষস্থান অর্জন করে। বোর্ড ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধা তালিকায় এই কলেজের ছাত্রছাত্রী প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থানসহ বিভিন্ন বছরে ১৩টি মেধাস্থান লাভ করে। গ্রেডিং পদ্ধতি চালু হওয়ার পর এই কলেজের পাসের হার ৯৯.৭১ শতাংশ। শুধু পুঁথিগত জ্ঞানার্জনই নয়, বাস্তবমুখী শিক্ষাপদ্ধতি, ভালো ফলাফল, সুষ্ঠু নিয়ম-শৃঙ্খলা ও সংস্কৃতি চর্চার জন্য এই কলেজ উত্তরোত্তর সাফল্য অর্জন করে চলেছে। সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ১৯৯৬ সালে 'শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' হিসেবে পুরস্কৃত হয় ঢাকা কমার্স কলেজ এবং ২০০২ সালেও কলেজটি বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। কলেজটির পরিচালনা পর্ষদের সভাপতির দায়িত্বে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। ১৯৯৮ সাল থেকে তিনি এই দায়িত্ব পালন করছেন। জন্মলগ্ন থেকেই এই কলেজ সৃষ্টি করে চলছে অনন্য ও ব্যতিক্রমী সব দৃষ্টান্ত। বিশেষ করে ব্যবসায় শিক্ষায় কলেজটি দেশব্যাপী অসামান্য অবদান রেখে চলেছে।

সমকাল

৭ মার্চ ২০১৯ (পৃষ্ঠা-১৬)

শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনির কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ।

সেরা ঢাকা কমার্স কলেজ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাঙ্কিং ২০১৭-তে ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয় পর্যায়ে সেরা বেসরকারি কলেজ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। তা ছাড়া ঢাকা অঞ্চলের সেরা ১০টি সরকারি-বেসরকারি কলেজের মধ্যে ঢাকা কমার্স কলেজ প্রথম স্থান অর্জন করেছে। গতকাল শনিবার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনির কাছ থেকে সেরা কলেজের পুরস্কার ও সম্মাননা সনদ গ্রহণ করেন ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) শফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের জ্যেষ্ঠ সচিব সোহরাব হোসাইন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হারুন-অর-রশিদ।

এ ছাড়া ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক-মডেল কলেজ প্রকল্পের ৫টি কলেজের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেছে।

প্রথম আলো

০৩ মার্চ, ২০১৯ (পৃষ্ঠা-৭)

র‍্যাংকিং ২০১৭ ঘোষণা
'ঢাকা কমার্স কলেজ' দেশসেরা বেসরকারী কলেজ নির্বাচিত

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৭-এ ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয় পর্যায়ে সেরা বেসরকারী কলেজ নির্বাচিত হয়েছে। একই সঙ্গে ঢাকা অঞ্চলের সেরা ১০টি সরকারী-বেসরকারী কলেজ এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক-মডেল কলেজ প্রকল্পের ৫টি কলেজের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করে এই কলেজ। ২ মার্চ ২০১৯ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ দীপু মনি এমপির কাছ থেকে সেরা কলেজের পুরস্কার ও সম্মাননা সনদ গ্রহণ করেন ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব মোঃ সোহরাব হোসাইন।

সভাপতিত্ব করেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ।

এর আগে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গাজীপুর ক্যাম্পাসে এক জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকিং ২০১৭' ঘোষণা করেন। র‍্যাংকিংয়ে দেশসেরা ঢাকা কমার্স কলেজের অর্জিত স্কোর ৬১.৮৪।

- বিজ্ঞপ্তি

দৈনিক জনকণ্ঠ

০৯ মার্চ ২০১৯ (পৃষ্ঠা-০৩)

CAMPUS CORNER

Dhaka Commerce College ranked top

STAFF REPORTER, Dhaka

Dhaka Commerce College has achieved the status of being the best private college at the national level under the 'National University College Ranking 2017' like 2015 and 2016, says a press release.

Besides, Dhaka Commerce College has secured the first position among the Best 10 Government and private Colleges in Dhaka Zone under the National University. Prof Md Shafiqul Islam, Principal (Acting) of Dhaka Commerce College, received the 'Best Private College Award 2017' from the Education Minister Dr Dipu Moni MP on March 2, 2019 at the International Mother Language Institute Auditorium.

Md Sohrab Hossain, senior secretary of secondary and higher education department of Education Ministry, was the special guest.

National University VC Prof Dr Harun-Or-Rashid presided over the programme. Besides, Dhaka Commerce College has secured the first position under the National University's pre-model college programme.

theindependent

07 March 2019 (page-4)

daily sun
TRUE AND IMPARTIAL

SUN PHOTO

Education Minister Dr Dipu Moni hands over the Best Private College Award-2017 to Principal (acting) of Dhaka Commerce College Prof Md Shafiqul Islam at a function at the auditorium of the International Mother Language Institute in the capital recently.

DCC selected as the best pvt college

METRO DESK

Dhaka Commerce College (DCC) has been selected as the best private college at the national level under the National University College Ranking 2017.

This is the third consecutive year the award for the best institution goes to DCC, says a press release.

The college also has secured the first position among the best 10 government and private colleges in Dhaka zone under the National University.

To mark the achievement, a programme was organised on the college premises recently where Education Minister Dr Dipu Moni was present as the chief guest.

Md Sohrab Hossain, Senior Secretary of Secondary and Higher Education Department of Education Ministry, was present as the special guest while National University Vice Chancellor Prof Dr Harun-Or-Rashid presided over the programme.

In the programme, Prof Md Shafiqul Islam, Principal (acting) of Dhaka Commerce College, received the Best Private College Award 2017 from the chief guest.

08 March 2019 (page-02)